ভোরের কাগজ

তারিখ APR 21 1999
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৪

21

বিভিন্ন পর্যায়ে পদ খালি ৩৩০টি

গাইবান্ধায় প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম বিঘ্নিত

গাইবান্ধা প্রতিনিধি : বিভিন্ন পর্যায়ের ৩৩০টি পদ শূন্য থাকার ফলে গাইবান্ধা জেলায় প্রাথমিক শিক্ষা মারাত্মকভাবে বিঘ্নিত হচ্ছে।

জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস সূত্রে জানা গেছে, জেলার সাতটি থানার দুটিতেই বেশ কিছুদিন থেকে থানা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার নেই। বিভিন্ন থানায় ১২টি সহকারী প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার, ৫৪টি প্রধান শিক্ষক এবং ২৬২টি সহকারী শিক্ষকের পদ শূন্য রয়েছে।

বর্তমানে সদর থানায় সাতজন প্রধান শিক্ষক, ৩০ জন সহকারী শিক্ষক, সুন্দরগঞ্জ থানায় পাঁচজন সহকারী প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার, ২১ জন প্রধান শিক্ষক, ৪৮ জন সহকারী শিক্ষক, সাদুল্যাপুর থানায় দুজন সহকারী প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার, ছয়জন প্রধান শিক্ষক, ৩২ জন সহকারী শিক্ষক, গোবিন্দগঞ্জ থানায় দুজন সহকারী প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার, ছয়জন প্রধান শিক্ষক, ৫২ জন সহকারী শিক্ষক, পলাশবাড়ী থানায় একজন সহকারী প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার, আটজন প্রধান শিক্ষক, ২০ জন সহকারী শিক্ষক, সাঘাটা থানায় একজন সহকারী প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার, চারজন প্রধান শিক্ষক, ৫১ জন সহকারী শিক্ষক এবং ফুলছড়ি থানায় একজন সহকারী প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার, দুজন প্রধান শিক্ষক ও ২৬ জন সহকারী শিক্ষক নেই। সদর থানা ও সাঘাটা থানায় দীর্ঘদিন থেকে নেই থানা শিক্ষা অফিসার।

এ সকল শূন্য পদের কারণে জেলায় প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থা বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে। গ্রামাঞ্চলের অনেক স্কুল চলছে দুজন শিক্ষক দিয়ে। এ রকম একটি স্কুল সুন্দরগঞ্জ থানার কুরুয়াবাত্রার সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়। এ স্কুলে প্রধান শিক্ষক নেই। দুজন মাত্র সহকারী শিক্ষক চালাচ্ছেন স্কুলটি। চেয়ার দুটি থাকলেও ব্লাকবোর্ড রয়েছে মাত্র একটি। স্কুলটিতে পড়ালেখা তেমন হয় না বলে অভিযোগ রয়েছে। এ ধরনের আরো বেশকিছু প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে এ জেলায়। এগুলো দেখার কেউ নেই।